দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...FEB. 28 1999 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

101

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার এক করুণ চিত্র

সরজমিন মেহেরপুরের হিজুলী গ্রাম

(আবদুস সালাম খান)

মেহেরপুর ঃ সদর থানার হিজুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে চলছে এখন নানা 'গবেষণা তদন্ত'। ছাত্রছাত্রীদের শরীরে ইনজেকশন 'পুশ' করার ঘটনা নিয়েই এসব তৎপরতা। এরই মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম প্রায় থেমেই গেছে।

হিজুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এনামুল হক মিন্টু কথিত 'এইডস আতংক' জন্ম দিয়েছেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের শরীরে ইনজেকশন সুঁচ ফুটিয়ে দিয়েছেন। গ্রামবাসীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের কর্মকর্তারা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন। ছাত্রছাত্রীদের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। রক্ত মহাখালিতে পাঠানোর চিন্তাভাবনাও রয়েছে।

আসলে হিজুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কি ঘটছে? সরজমিনে হিজুলি গ্রাম পরিদর্শনে ভিন্ন তথ্যও পাওয়া গেছে। অভিযোগ উঠেছে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের বিরুদ্ধে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ঠিকমত মনিটর হয় না। পরিদর্শন হয় মাঝেমধ্যে, তা যেন অনেকটা আত্মীয়বাড়িতে যাতায়াতের মতোই। শিক্ষকরা স্থানীয় নানা ইস্যু, পেশা নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন। গ্রাম্য রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। কেউ কবিরাজ 'কেউ দোকানি কেউবা ডাক্তারি করেন। বিদ্যালয়ে উপস্থিত নিয়মিত না হয়েও ঠিকমত উপস্থিতি স্বাক্ষর দেয়া যায়। শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের সাথে নির্দয় ব্যবহার করেন।

প্রশ্ন উঠেছে হিজুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এনামুল হক যখন ছাত্রছাত্রীদের শরীরে সুঁচ ফুটাচ্ছিলেন তখন অন্য শিক্ষকরা কোথায় ছিলেন? এ প্রশ্নের জবাবে বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বলেছেন তিনি ঐদিন সিএল নিয়েছিলেন। অন্য দু'জন কোথায় গিয়েছিলেন? গ্রামবাসীরা বলেছেন এনামুল হক কবিরাজি করেন। পানি-চুন পড়িয়ে রোগীর চিকিৎসা করেন। তবে তিনি যে ছাত্রছাত্রীদের শরীরে ইনজেকশন ঢুকিয়ে কোন ওষুদের পরীক্ষা চালাবেন এ ধরনের অবাস্তব মনে হয়েছে।

এনামুল হক কোথায় এ প্রশ্নের জবাবে একজন শিক্ষক বলেছেন, তাকে ম্যাপিং ট্রেনিং-এ পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, তাকে তড়িঘড়ি করে বেলতলা পাড়া বিদ্যালয়ে বদলি করা হয়েছে। শিক্ষক এনামুল নাকি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নির্দয় ব্যবহার করেন। কড়া শাসন করেন যাতে ছাত্রছাত্রীরা তাকে দেখে ভয়ে ভয়ে থাকে। ঐদিন ইনজেকশন সুঁচ আংশিক ফুটিয়ে দিয়ে তিনি ছাত্রছাত্রীদের ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখতে চাচ্ছিলেন।

তবে আর যাই হোক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ইনজেকশন আতংক জন্ম নিয়েছে। গ্রামের ফুলজান বলেছে, তার নাতনীকে 'মৃত্যু ভয়' পেয়ে বসেছে। সাহানা (৫) আর স্কুলে যেতে চাচ্ছে না। তাকে নাকি চোখ ধরে সুঁচ ফুটিয়ে দেয়া হয়।

অভিযুক্ত শিক্ষক এনামুল হককে পাওয়া যায়নি। মেহেরপুর প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কোন কমকর্তাকেও অফিসে পাওয়া যায়নি। তারা বই বিতরণ করতে গিয়েছিলেন। জেলা প্রশাসক বলেছেন, হিজুলি গ্রামের বিষয়টিতে তিনি খোঁজ-খবর রাখছেন। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন।

ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষিত রক্ত 'নরমাল' বলে স্বাস্থ্য বিভাগীয় সূত্রে জানা গেছে।

মেহেরপুর ঃ হিজুলী গ্রামের ক'জন অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েদের রক্তে 'জীবাণু' ঢুকেছে কিনা তা পরীক্ষা করাতে শহরে নিয়ে যাচ্ছে। শিশু শ্রেণীর একটি শিশুকে কোলে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। —সংবাদ